ভারতীয় ডায়াস্পোরা : প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা

প্রাচীন যুগের ডায়াস্পোরা

ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে প্রথম ভারতীয় ডায়াস্পোরা-র যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তার উল্লেখ আছে প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থে, বিশেষত বেদে—প্রাচীন ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে সেটা ঘটে।

প্রাচীন যুগে ভারতীয়রা স্থলপথে ও জলপথে সুমেরিয়ান, অ্যাসিরিয়ান, মিশর প্রভৃতি সে যুগের অন্যান্য সভ্য দেশে পর্যটন করত। ভারতীয় পর্যটকেরা যে বিশ্বের তৎকালীন অন্যান্য সভ্য দেশগুলির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন তা তাদের ভাষাগত, ভাস্কর্যের গড়নগত ও বিশ্বাসগত সাদৃশ্য দেখে বোঝা যায়। জাহাজ, বন্দর, ব্যবসা, পর্যটন, যুদ্ধ ও বৈদিক দেবশক্তির উপাসনা, যেমন, অদিতি, বরুণ এবং বিষ্ণু—এদের সবিশেষ প্রসঙ্গ পাওয়া যায় যেখানে সমুদ্রযাত্রার নজির পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন শহরে—যেমন, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও অন্যান্য প্রাচীন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য এমনকিছু তথ্য উদঘাটিত করেছে যেসব কার্যকলাপ সামুদ্রিক ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে নৌকার প্রতিচ্ছবি, নৌকা-যাত্রার সরঞ্জাম ও সংগ্রহশালা, রপ্তানির জন্য নির্মিত হস্তশিল্প প্রভৃতি।

গ্রেকো-রোমান যুগের ডায়াস্পোরা

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম ডায়াস্পোরা ঘটায়, যখন সার্বভৌম গ্রীস স্থল ও জল উভয় পথেই ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রাখত। যবন

শব্দটির অর্থ গ্রেকো-রোমের মূল অধিবাসী, (এর উৎসটি গ্রীসের আইওনিয়া অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলে মনে করা হয়)—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কালোত্তীর্ণ সাহিত্যে শব্দটির উল্লেখ—দুই প্রাচীন সভ্যতার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সাক্ষ্য বহন করছে।

যবনদের মতো, ঐ সব পথে ভারতীয়রাও এই সব প্রাচীন সভ্যতাগুলির সঙ্গে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে পরিচিত ছিল, এটা সহজেই অনুমান করা যায়। সাহিত্য, ভাষা, লিপি, বিশ্বাস, স্থাপত্য, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনরীতি, রণকৌশল আদান-প্রদানের বা যোগাযোগের সম্ভাবনাকেও এই ধারণা দৃঢ় করে।

যখন মিশর, রোমান সাম্রাজ্যের দখলে এল, আলেকজান্দ্রিয়া ও ক্লিওপেট্রা'র মতো গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলোও তাদের দখলে এসে যায় এবং তখন ভারতের সঙ্গে ব্যবসাই ছিল রোম সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক তৎপরতা।

রোমান অধিকৃত মিশর এবং অন্যান্য ভূমধ্য সাগরীয় অববাহিকা যেসব প্রাচীন বন্দর শহরের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখত সেগুলি হল, কোচি, সুরাট, কাবেরি পুম্পাত্তিনাম, পণ্ডিচেরী, কলিঙ্গ, তমলুক (তাম্রলিপ্ত) প্রভৃতি।

পঞ্চম শতাব্দীর এক অজ্ঞাতনামা লেখকের "Periplus of the Erythrean Sea" নামক নৌ-যাত্রার নির্দেশিকায় রোম ও ভারতের বাণিজ্যের বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

মিশরীয় রোমান বন্দর ও ভারতীয় শহরের মধ্যে পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে নিয়মিত জাহাজ চলাচল করত।

স্ট্র্যাবো, প্লিনি, টলেমীদের মতো চিরায়ত গ্রেকো রোমান ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকরাও যেমন, এই ব্যবসা সম্পর্কে লিখেছেন।

'শীলাপাথিরাম ও সঙ্কম' নামক কালোত্তীর্ণ তামিল কবিতাতেও এই বাণিজ্যের উল্লেখ আছে।

নীল নদের বদ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের সাম্প্রতিক খননকার্য, রোমান বন্দরে ভারতীয় উপস্থিতির প্রমাণ উদ্ঘাটিত করেছে। এই দুই সভ্যতার মধ্যে যে পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য চলত তাতে এটা অনুমান করা একেবারেই অযৌক্তিক নয় যে ঐ ব্যবসা একপাক্ষিক ছিল না, রোমানদের মত ভারতীয়দেরও নিশ্চয়ই রোমের বন্দরে যাতায়াত ছিল।

হিন্দু প্রাক্-মধ্য যুগীয় ডায়াস্পোরা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু রাজত্ব বিস্তৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ডায়াস্পোরাও বিস্তারলাভ করেছিল।

Scanned with CamScanner

সম্ভবতঃ বিভিন্ন শিল্পী, কারিগর, প্রযুক্তি-বিদ, পণ্ডিত, সাধু-সন্ত, কর্মোদ্যক্তা এবং ব্যবসায়ীদের ভারতবর্ষ থেকে যাতায়াতের মাধ্যমে মহৎ ভারতীয় সভ্যতা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

ভারতীয় পুরুষ ও নারীদের অনুষঙ্গ ছাড়া এইসব অঞ্চলে এই ধরণের সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। হিন্দু রাজাদের প্রতিনিধিরা এই সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেতেন এবং তার ফলেই সম্ভবত ভারতের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে সর্বপ্রথম হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল।

এই সব অঞ্চলে ভারতীয় সমাজ এবং তাদের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত সচিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্ত, দিনলিপি, সাহিত্য, প্রাচীন-মূর্ত্তি (murals), দেওয়াল-চিত্র, মন্দির প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এই সময় উপকূলবর্তী কার্যকলাপ, জাহাজ-নির্মাণ শিল্প, মশলা, বস্ত্র, ও অলঙ্কারের ব্যবসা এক চূড়ান্ত সাফল্যের জায়গায় পৌঁছেছিল।

বৌদ্ধযুগীয় ডায়াস্পোরা

৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব এক নতুন পর্যটক ভারতবর্ষের বার্তা বহন করছে, যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানকে অনুসরণ করে ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শান্তি ও ভালবাসার বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্য যে পর্যটন, তাই সম্ভবতঃ ভারত থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম ডায়াস্পোরার জন্ম দেয়।

সম্রাট অশোক দূর দূরান্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাঠিয়ে ছিলেন শান্তি ও ভালবাসার বাণী ছড়িয়ে দিতে। সেইসব বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মহৎ যাত্রার প্রতিভূ হিসেবে মহাগুরু শাক্যমুনির আদর্শ ও নীতিকে চিত্রায়িত করতে পৃথিবীব্যাপী প্রস্তর-সৌধ নির্মিত হয়েছিল। এইসব বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অতি দুর্গম ভূখন্ড দিয়ে নিজেদের পথ করে, যাবতীয় দুর্লঙ্ঘ্য আর বিচিত্রতার বিরুদ্ধে সবরকম মানসিক সীমানাকে জয় ক'রে তাঁদের শান্তির বাণীকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই সব বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁদের সঙ্গে কেবল শান্তি ও ভালবাসার বাণীই বহন ক'রে নিয়ে যান নি, তার সাথে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ণ বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, মুদ্রণ শিল্প, বয়ন শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশাখার জ্ঞান। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিদেশে স্থায়ী হয়েছিলেন, তাঁরা আজও সেই সব দেশে পথ প্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃত।

বিদেশ এইসব ডায়াস্পোরীয় ভারতীয়দের প্রভাব ছিল প্রবল। তাঁরা তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন আদর্শকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন—যেমন, প্রতিষ্ঠানিক ধরণ, কৃষিবিদ্যা ও পশুপালনের রীতি, উৎপাদন-শিল্পের নীতি প্রভৃতি।

মুসলমান যুগের ডায়াস্পোরা :

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও উত্তরাঞ্চলে তাদের রাজত্ব স্থাপন মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এক বৃহৎ সংখ্যক ভারতীয়দের স্থানান্তরকরণের সাক্ষ্য বহন করছে।

এদেশ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আক্রমণকারীরা তাদের নগর গড়ে তুলতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

মধ্য যুগে মুসলমান রাজত্বে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় যেসব নগর গড়ে উঠেছিল তাতে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

মোগল আমলে ভগবত-গীতা, উপনিষদ প্রভৃতি বহু হিন্দু ধর্মশাস্ত্র পারসিক ও আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং সেই সময় বহু ভারতীয় গুপ্তচর, কারিগর, যন্ত্রবিদ, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় যাতায়াত ছিল।

সিল্ক-রুট (Silk Route), ব্যবসাকালীন ডায়াস্পোরা :

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানদের আগমণ পর্যন্ত, সিল্ক-রুট বরাবর যে ব্যবসা প্রচলিত ছিল তাতে যে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শাসকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তার বহু প্রমাণ আছে, আর তারই ফলে ভারতীয় ডায়োস্পারার পরবর্তী অধ্যায় রচিত হয়েছিল।

এই সিল্ক-রুট দিয়েই বিশেষতঃ মধ্য এশিয়া দিয়ে, বহু শিল্পসম্মত প্রভাব প্রবাহিত হয়েছিল, যেখানে গ্রীসীয়, ইরাণী, ভারতীয় ও চৈনিক শিল্পের পারস্পরিক মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল। এই সংমিশ্রণের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হল গ্রেকো-বৌদ্ধ শিল্পকলা। এই সময় বহু প্রবর্তিত প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে অনুপ্রবেশ করে। মূল মধ্য যুগ এইসময়টিতে ইউরোপে প্রযুক্তিগতক্ষেত্রে প্রভূত প্রগতি প্রত্যক্ষ করেছিল। তার সঙ্গে এই সিল্ক-রুটের মাধ্যমেই তারা অঙ্গীকৃত করেছিল মুদ্রণ, বারুদ, জ্যোতিশাস্ত্রের যন্ত্র, দিক্-নির্ণয় যন্ত্র এবং আরও বহুবিধ শাখার প্রাচীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।

মার্কো পোলো, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ্ এবং আরও বহু বিখ্যাত পর্যটকদের মতানুসারে সনাতন মানব সভ্যতার ইতিহাসে সিল্করুটের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় ভারতবর্ষ ছিল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

Scanned with CamScanner

সিল্ক-রুট বরাবর যাতায়াতের মূল লক্ষ্যই ছিল ব্যবসার জন্য চীন ও ভারতে পৌঁছনো। ভারতবর্ষ যে ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে জড়িত ছিল, তা বিভিন্ন সময়ে পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায়।

রোমাস অথবা জিপসি ডায়াস্পোরা :

বর্তমানে প্রায় ১০ মিলিয়নের কাছাকাছি জিপসি এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে। এদের উৎপত্তি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী নানা মত থাকলেও পৃথিবীর অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন, ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকেই জিপসি বা রোমা-দের উৎপত্তি।

এরা ভারতের পশ্চিমাংশ থেকে এক হাজার বছর আগে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে পারস্য, তুরস্ক হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। সারা পৃথিবীর রোমা গোষ্ঠীগুলি আজও কিছু বিশেষ ধরণের ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকে বহন করে চলেছে। তারা আজও এক ধরণের বর্ণবৈষম্য এবং প্রাচীন ভারতীয় বহুবিধ আচার-আচরণ ও প্রথা বজায় রেখেছে। এমনকি তারা অবশ্যই নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভারতীয় বংশগত মিল হিসেবে ঘোষণা করছে।

ঔপনিবেশিক যুগের ডায়াস্পোরা

ঔপনিবেশিক শাসনে যে জনসংখ্যার স্থানান্তরকরণ ঘটে তা সমসাময়িক ভারতীয় ডায়াস্পোরার এক সম্পূরক অঙ্গ গঠন করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনে যে তিনটি প্রধান স্থানান্তরকরণ ঘটে সেগুলি হল :

১) চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের স্থানান্তরকরণ (১৮৩৪—১৯২০) :

আফ্রিকান দাসপ্রথার রীতিসম্মত উচ্ছেদ হয়েছিল প্রথমে ব্রিটিশ এবং পরে ফরাসী ও ওলন্দাজ অধ্যুষিত এলাকায়, তার পর থেকেই সমগ্র ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে। মুক্তিপ্রাপ্ত আফ্রিকানরা যখন শর্করা চাষে কাজ করতে অস্বীকার করে তখন সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী পণ্যচাষ অর্থনীতিও ধসে পড়ে। পণ্যচাষের অর্থনীতিতে শ্রমিকদের দাবী পূরণ করতে হাজার হাজার ভারতীয়কে এক কুৎসিত শ্রমিক পাচারকারী চক্রের মাধ্যমে চুক্তি-বদ্ধ শ্রমিক হিসেবে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল।

২) ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ সার্বভৌম সৈন্যবাহিনী প্রত্যক্ষ করেছিল যে ভারত ও ভারতের বাইরে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের প্রসারে ভারতীয়রা কতটা সক্রিয়ভাবে যুক্তি ছিল। শ'য়ে শ'য়ে ভারতীয় সৈন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে

ঔপনিবেশিক প্রভুর হয়ে যুদ্ধ করেছিল। যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সেনা দুটি বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিল, তা আজও স্মরণযোগ্য। তাদের বংশধরেরা আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এবং তারাই আজ ভারতীয় ডায়াস্পোরার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

৩) রেল পরিষেবা গঠনের জন্য ও উপনিবেশ পত্তনের জন্য শ্রমিক হিসেবে বহু ভারতীয় যখন আফ্রিকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ীও ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল অঞ্চল থেকে আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলে গিয়ে সেখানেই থেকে যায়। ঔপনিবেশিক যুগে আফ্রিকায় যেসব নগরী গড়ে উঠেছিল তার পেছনে আছে হাজার হাজার ভারতীয়ের অবদান।

অনাবাসী ভারতীয়দের সূত্রপাত :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে ইংল্যান্ডের পুনর্নির্মাণের জন্য যখন পাঞ্জাব ও বাংলা থেকে বহু সংখ্যক আংশিক পারদর্শী শ্রমিকদের স্থানান্তরিত করা হয় তখনই এই পর্যায়ের ডায়াস্পোরার সূত্রপাত।

এই পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এই সময় ভারতবর্ষ থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, আইনজীবি, স্বাস্থ্য-আধিকারিক প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিধারী ভারতীয়রা বিপুল সংখ্যায় উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হল, এরা ছিল স্বাধীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক ডিগ্রীধারী।

এই পর্যায়ের স্থানান্তরকরণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এই সময় বহু শিক্ষার্থী ও বৃত্তিধারী ভারতীয়কে যে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো হয়েছিল, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল উভয় দেশের সরকারের মধ্যে কারিগরী ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক গড়ে তোলা।

এই পর্যায়ের স্থানান্তরকরণ আর একটি কারণেও উল্লেখযোগ্য, সেটি হল, এই সময় কেরালা থেকে বহু শ্রমিক উপসাগরীয় দেশগুলিতে চলে যেতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় লক্ষ্যণীয়ভাবে স্থানান্তরকরণ কমে যায়।

এই সময় পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে স্বাধীন গণতন্ত্রের বিকাশ ও জাতিগত হিংসার উদ্ভব এবং আইনী বিধিনিষেধ হাজার হাজার ভারতীয়কে উদ্বাস্তু করে দিয়েছিল।

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে পুনর্নির্মানের জন্য আংশিক পারদর্শী শ্রমিক আনয়ণ

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গোটা ইউরোপে শ্রমিকের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায়। এই চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারের তরফ থেকেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, পাইপের মিস্ত্রী, কারিগর, ড্রাইভার, কোচোয়া, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর প্রভৃতি নানাধরণের কাজের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে মিস্ত্রীদের আনানোর ব্যাপারে উৎসাহ দেখা দেয়।

ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা তাদের পূর্ব অধিকৃত উপনিবেশগুলি থেকে শ্রমিক আনাতে থাকে। গ্রেট ব্রিটেনও তাদের পুরনো উপনিবেশ, বিশেষতঃ ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশ প্রভৃতি যেসব দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে এবং যেখানে বসবাস ও কাজকর্ম কোনটার পরিস্থিতিই অনুকূল ছিল না, সেখান থেকে অনেক আংশিক পারদর্শী শ্রমিক আনিয়েছিল।

২. *পেশাদার ভারতীয়দের প্রথম প্রজন্মের পরিযান*

ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত স্বাধীন ভারতের প্রথম দুই দশকে ভারতীয় সরকার শিল্প ও কৃষির ভিত্তিভূমির ব্যাপক উন্নতির জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধার দ্রুত পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহ বিশেষত USA ও USSR থেকে প্রযুক্তিবিদ্যা পরিগ্রহণ করে ভারতের উপযুক্ততায় পরিগ্রহণ ও উন্নয়ন করতে। প্রযুক্তিগত ও বিজ্ঞানগত পেশাদারদের অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা ছিল। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ছাত্রদের অন্যান্য দেশে পরিযানের অনুমতি দেওয়া হতো, যাতে তারা স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর (doctoral) গবেষণা করে নতুন প্রযুক্তিগত ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে ও স্বাধীন ভারতের উন্নতিতে প্রয়োগ করতে পারে।

চিন্তাকর্ষকজনক যে, এদের অধিকাংশ আর দেশে প্রত্যাবর্তন করেনি এবং যে যে রাষ্ট্রে তারা পরিযান (migrated) করেছিল সেখানেই স্থায়ী রূপে বসবাস শুরু করে। যারা পাশ্চাত্যে গমন করেছিল তাদেরকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি (scholarship) এবং গবেষণা-বৃত্তি (fellowship) দিয়ে সে দেশে বসবাস করতে উৎসাহ প্রদান করত।

3. *চিকিৎসা বিজ্ঞানের বৃত্তিধারীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় পরিযান*

এই অধ্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্গত পেশাদারদের ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্যে গমন। অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসক এবং সেবিকার প্রবল চাহিদা ছিল। উভয়েই ফলপ্রদ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

এদের বহুলাংশ স্নাতকোত্তর গবেষণা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানগত গবেষণার অনুসন্ধানের অজুহাতে পরিযায়ী হয়েছিল। এই অধ্যায় 'Brain Drain' নামক কিঞ্চিৎ আন্দোলনকারী আলোচনার সাক্ষ্য হয়।

এই অধ্যায়ে যে সব ভারতীয়রা অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উভয়ক্ষেত্রে পরিযান করেছিল তারা ছিল সর্বাধিক সফল বৃত্তিধারী। যদিও পরবর্তীকালে উভয় রাষ্ট্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্নাতকদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, এই পর্যায়ে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় পরিযান করে তারা বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করে।

4. *ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রাশিয়ায় পরিযান*

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-অর্থনৈতিক-প্রযুক্তিবিদ্যাগত এবং সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ভারতীয়দের USSR-এ পরিযানের বিন্যাস গড়ে তোলে। অধিকাংশ পরিযায়ী ভারতীয় USSR-এ স্বল্পকালীন পরিযান করেছিল, তাদেরকে স্থায়ীরূপ বাস করার অনুমতি দেওয়া হত না। যেমন, দেওয়া হত পাশ্চাত্যে দেশসমূহে তাদের পরিপূরক অংশকে।

কম্যুনিস্ট দল এবং তাদের অনুগামী ছাত্র, তরুণ এবং সাংস্কৃতিক শাখা USSR থেকে আদর্শগত সহযোগিতায় এবং অবারিত ভ্রমণের দরুণ উপকৃত হয়েছিল। জওহরলাল নেহেরু থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকাল পর্যন্ত উভয় দেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে রাশিয়ান ভারতীয়র একটি নতুন প্রজন্মের জন্ম দেয়। অধিকাংশ রাশিয়ান ভারতীয় USSR-এ তাদেব প্রশিক্ষণ এবং যাত্রা (Sojourn) শেষ করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করত।

আফ্রিকায় পরিযান : একটি তথ্য

কেনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়ার মত পূর্ব আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিতে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল ভারতীয়রা তাকে সমর্থন জানায়। এই ভারতীয়রা অধিকাংশ গুজরাট থেকে রেল পরিবহন এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলিতে নিয়োজিত চুক্তিবদ্ধ পরিযায়ী শ্রমিকদের উত্তরসূরি।

কয়েক শতাব্দী আফ্রিকায় বাস করা ও কয়েক প্রজন্মের জন্ম ও মৃত্যুর পরেও যারা তাঙ্গানায়িকা অঞ্চলে বসবাস করেছিল, তাদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার দরুণ নিদারুণ-সামাজিক, আইনগত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিল।

যদিও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থন করা ভারতীয়দের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, এমন নজিরও আছে যে পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশ থেকে কম্যুনিস্টরা আফ্রিকান প্রতিরোধে নেতৃত্বদানের জন্য আফ্রিকা গেছে।

Scanned with CamScanner

সমকালীন ভারতীয় ডায়াস্পোরার সংগঠন (১৯৭৫–বর্তমান সময়) :

বিদেশী রাষ্ট্রগুলিতে সমকালীন ভারতীয় পরিযানের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিশিষ্ট ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যেমন :

(১) উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে পেট্রোলিয়াম ব্যবসায় অকস্মাৎ সমৃদ্ধি।
(২) তথ্যপ্রযুক্তি বাণিজ্যে প্রসারণ।
(৩) ভারতীয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ, শিক্ষা এবং পর্যটনের ক্ষেত্রে উদারীকরণ।

ক. উপসাগরীয় পরিযান :

১৯৭০-এর প্রথমদিকে উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে পেট্রোলিয়াম ব্যবসার সমৃদ্ধিরজন্য বিশ্বের শ্রমিক বাজারে বিস্ফোরণ ঘটে। পশ্চিম এশিয়ার পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলির অভূতপূর্ব উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিযায়ী শ্রমিকদের ব্যাপক নিয়োজন গড়ে তোলে।

Iraq, Iran, Yemen এবং GCC রাষ্ট্রগুলিতে (যেমন Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman-এর Sultanate এবং United Arab Emirates) বৃহদায়তনে দক্ষ, অর্দ্ধ-দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক ও এক দল পেশাদারকে নিয়োগ করা শুরু হয়েছিল নগর ও উন্নয়নশীল পেট্রোলিয়াম অর্থনীতির পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য।

উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে পরিযানের বিন্যাস অনুযায়ী যখন পশ্চিমের দেশগুলির অর্থনীতির প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় পদমর্যাদা পাশ্চাত্যের পরিযায়ী বৃত্তিধারীরা অধিকার করে নেয়, তখন অবশিষ্ট কর্ম সমূহ বিশ্বের অন্যান্য অংশ, মূলত দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া, ঈজিপ্ট, সুদান, প্যালেস্টাইন, লেবানন এবং সাইরিয়া থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হয়ে যায়।

ব্যতিক্রম কেবল ইরাক এবং ইরান, যেখানে সর্বোচ্চ পদগুলি আঞ্চলিকভাবে পশ্চিম এশিয়ার অবশিষ্টাংশের শিক্ষিত পেশাদারদের আয়ত্তাধীন ছিল। এমনকি অপেক্ষাকৃত নিম্নবৃত্তি ক্ষেত্রে অধিকাংশ অদক্ষ এবং অর্ধ-দক্ষ কর্মসংস্থান দক্ষিণ-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

১৯৮০ দশকের শেষের দিকে GCC রাষ্ট্রগুলিতে মোট পরিযায়ী জনসংখ্যার প্রায় 80% ছিল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়ার পরিযায়ী শ্রমিক, যা রীতিমত আরব জনজাতির জনসংখ্যা থেকে অধিক ছিল।

২০০৩-এ বৈদেশিক দপ্তর থেকে ভারতীয় ডায়াস্পোরা সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী জ্ঞাত হয়, প্রায় ছয় মিলিয়ন পরিযায়ী শ্রমিক এই ছয়টি

GCC রাষ্ট্রগুলিতে কর্মরত ব্যাবসারত। এই পরিযায়ী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭০% দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্য থেকে আগত। GCC রাষ্ট্রগুলির পরিযায়ীদের মধ্যে প্রায় ৭০% দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ শ্রমিক।

সাড়ে তিন দশক পরে শ্রমিক সরবরাহ ব্যবসায়ে কেরল রাজ্য দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে।

খ. দক্ষিণ পূর্ব এশীয় পরিযান :

বিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালীন দশকের তুলনায় দঃ পূর্ব-এশিয়ায় সমকালীন পরিযান লক্ষ্যনীয়ভাবে ক্রমহ্রাসমান।

যদিও ভারতীয়রা এখনও মালয়েশিয়া এবং সিঙ্গাপুরের মত রাষ্ট্রে বৈধ বা অবৈধভাবে পরিযান করে চলেছে, তাদের সংখ্যা কঠিন অভিবাসন আইনের দরুণ এবং পূর্বতন ভারতীয় পরিযায়ী জনগোষ্ঠীর নতুন পরিযায়ীদের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শনের দরুণ। সাম্প্রতিক কালে কমে এসেছে,

যে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী ঐ সব রাষ্ট্রে পরিযান করে তারা মূলতঃ তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং অধ্যয়ন বিষয়ক বৃত্তিধারী।

গ. উত্তর আমেরিকায় পরিযান :

বর্তমানে ভারতীয়রা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডায় সর্বাধিক তাৎপর্যময় জাতির জনগোষ্ঠী গড়ে তুলেছে। অধিকাংশ পরিযায়ী বৃত্তিধারী তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও অন্যান্য পরিষেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। H1B ভিসার বৃহদংশ বিলি করা হয় মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের মতো পরিযায়ী জনসংখ্যাকে। এই পরিযায়ী তথ্যপ্রযুক্তির বৃত্তিধারীদের একটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে নতুন প্রজন্মের পুরুষ এবং মহিলারা ফিরে ভারতীয় শহরে বিনিয়োগ করে, যা তাদের পূর্বসূরীরা কখনো করেনি। তথ্যপ্রযুক্তি পেশাদারদের পরিযানের যে সাংস্কৃতিক অভিঘাত হয় তা পরিলক্ষিত হয় হিন্দী ছায়াছবির প্রসারণে, গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় শহরের শহরতলির উত্থানে এবং ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি নির্বিবাদে আত্মীকরণে।

ঘ. অস্ট্রেলিয়ায় পরিযাণ :

ইদানীংকালে ভারতবর্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পরিযায়ী ছাত্র, বৃত্তিধারী এবং ব্যবসায়ীর সংখ্যা রীতিমত ক্রমবর্ধমান।

Scanned with CamScanner

১৯৮০ খৃঃ থেকে অষ্ট্রেলিয়া ভারতীয় মেধাবান ছাত্র আকর্ষণের জন্য ভিসার নিয়মাবলী উদার করার দরুণ বৃহৎ সংখ্যক ছাত্র অষ্ট্রেলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য পাড়ি দিয়েছিল।

ইঞ্জিনিয়ার, স্বাস্থ্য এবং তথ্য-প্রযুক্তি পরিষেবার পেশাদাররা সর্বাধিক অষ্ট্রেলিয়ার পরিদৃশ্যমান হয়। উদ্ভূত জনগোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয়রা অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে লোকসংখ্যায় তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হিসেবেও পরিগণিত হয়।

ঙ. ইউরোপে পরিযান :

সমকালীন অধ্যায়ে ইউরোপে ভারতীয় পরিযান ঘটে মূলত পূর্বতন বৃটিশ উপনিবেশ যেমন উগান্ডা, জিম্বাবোয়ে, হং-কং এবং সিঙ্গাপুর থেকে, প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় পরিযান সৃষ্টি হয় ছাত্র, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং প্রযুক্তিগত বৃত্তিধারীদের দ্বারা।

চ. আফ্রিকায় পরিযান :

লিবিয়া, বোতসওয়ানা, কেনিয়ার মত রাষ্ট্রসমূহ ভারতীয়দের সর্ববৃহৎ নিয়োগকারী, মূলতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে। বিংশ শতকে যা পরিযান হতো, বর্তমানে তা বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত।

এখন পর্যন্ত ভারতীয় ডায়াস্পোরার প্রকৃত পশ্চাদপট স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অনিশ্চয়তাজনিত উদ্বেগের মানসিক ক্ষত, প্রগাঢ় মর্মবেদনা, শোষণ, হিংসা এবং দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই ডায়াস্পোরার ধারাবাহিকতা বর্তমান রয়েছে।

Scanned with CamScanner